সমকাল

03 SEP 2016

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

প্রাথমিকে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নয়

মো. আবু হানিফ ভূঁইয়া

দেরিতে হলেও বৈশ্বিক সমসাময়িক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে জাতির জন্য একটি নবঅধ্যায়ের সূচনা ঘটে। এখন এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, যদিও তা যথেষ্ট সময়ের ব্যাপার। কিন্তু আমরা তা না করে এর উল্টোপথে হাঁটছি। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষানীতিতে পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা আকারে যদিও কোনো পরীক্ষার কথা বলা হয়নি, তথাপি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নামে খুদে শিক্ষার্থীর ওপর ভয়ানক চাপ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৫-এর প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন– গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ৭৫টি প্রশ্নের মধ্যে ৬০টি, ইংরেজির ৫৪টির মধ্যে ৫৪টি, বাংলার ৩৪টির মধ্যে ৩৪টি এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের প্রত্যেকটিতে ৭৫টির মধ্যে ৭২টি প্রশ্নপত্র লিখতে হয়েছে। তাছাড়া গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যেকটির প্রশ্নপত্রে ৭৫টি প্রশ্নের মধ্যে ৪৫টিই যোগ্যতাভিত্তিক, যা পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে সরাসরি নয় বরং Lesson-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ বহির্ভূত প্রশ্ন (আমাদের চারপাশে যা ঘটে তা থেকে সংগৃহীত)। একটি ১১-১২ বছরের শিশুকে যদি এ ধরনের ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং এটা পড়ে যদি যোগ্যতাভিত্তিকসহ ৫০-৭০টি ছোট-বড় প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়, তাহলে ভাবুন তো কত বড় ভয়ানক চাপ তার ওপর দেওয়া হচ্ছে। আমরা কি ভেবে দেখছি, কয়টা শিক্ষার্থী শুধু পুরো প্রশ্নটা পড়তে পারবে? আর তা বুঝে উত্তর দেওয়া দূরের কথা। বাচ্চাদের চারপাশ নিয়ে জানার কৌতূহল থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে কি এত বেশি সংখ্যক যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন দিয়ে নির্যাতন! এভাবে ৬ বিষয়ে পরপর পরীক্ষা দেওয়ায় বাচ্চাদের মধ্যে পরীক্ষা-ভীতি সৃষ্টি হচ্ছে। পরীক্ষা হবে উৎসবমুখর, পরীক্ষা হবে আনন্দের। তাহলে একটা বিষয় পরীক্ষা দেওয়ার পর, পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে তার অনিচ্ছা বা অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে না। সৃজনশীলতার (যোগ্যতাভিত্তিক) বিপক্ষে আমি নই, সেটা হতে পারে বর্তমানে শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক স্তর (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) শেষ করে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে। তাও আবার এক ধাপে ১০০ শতাংশ নয়। হতে পারে নবম শ্রেণিতে ২৫ শতাংশ, দশম শ্রেণিতে ৫০ শতাংশ, একাদশ শ্রেণিতে ৭৫ শতাংশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ১০০ শতাংশ। তাহলে শিক্ষার্থীদের ক্রমান্বয়ে সক্ষমতা বাড়বে। তাছাড়া ইংরেজি প্রশ্নপত্র Seen এবং Unseen Passage-নির্ভর হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভিত তৈরি হচ্ছে না। ফলে ইংরেজিতে দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে।

তাছাড়া যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হলেও কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে আমি মনে করছি। পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে ২৩টি গল্প ও কবিতা এবং ইংরেজিতে ২৫টি Unit রয়েছে। এতগুলো গল্প ও কবিতা অথবা Unit ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা নিশ্চয় একটি খুদে শিক্ষার্থীর জন্য দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া প্রাথমিক বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে একই ধরনের অধ্যায় পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, যা মোটেই কাম্য নয়। যেমন– বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় যথাক্রমে জনসংখ্যা ও জলবায়ু দুর্যোগ এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে একাদশ, দ্বাদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় যথাক্রমে আবহাওয়া ও জলবায়ু, জলবায়ুর পরিবর্তন ও জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ; যেখানে এ ৫টি অধ্যায় দিয়ে শুধু দুটি লেখা যেত। এটা বাচ্চাদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। এমনকি ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় পড়লে মনে হবে, একজন খুদে শিক্ষার্থী যেন ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বিএ (সম্মান) শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। অধ্যয়নের এ বিশাল চাপে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এদের স্বতঃস্ফূর্ততা, খেলাধুলা, চঞ্চলতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ইত্যাদি। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো এবং এদের আদর ও আহ্লাদ গ্রহণ করা। ফলে বাচ্চারা এক ধরনের বিচ্ছিন্ন জীবন নিয়ে বেড়ে উঠছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সার্থক সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার অন্তরায়। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ১০-১২ বছরের বালক-বালিকারা যেখানে দৈনিক ৯-১০ ঘণ্টা ঘুমানোর প্রয়োজন, সেখানে এ অবস্থায় একজন খুদে শিক্ষার্থী দৈনিক ৭ ঘণ্টা ঘুমানোও কষ্টকর হয়ে পড়ে। এভাবে দিনের পর দিন ঘুমের ঘাটতি থাকায় একজন শিক্ষার্থী দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

এ রকম বিশাল সিলেবাসের চাপ ও পরীক্ষা-ভীতির কারণে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার আগ্রহ হারিয়ে অকালে ঝরে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। পরীক্ষায় ফেল ঠেকানো রোধে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন দুর্নীতির (প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকল প্রবণতা, ঘুষ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি) আশ্রয় নিচ্ছে, যা জাতির জন্য কলঙ্কজনক। এভাবে চলতে থাকলে হয়তো একদিন প্রতিফলিত হবে– 'স্কুল আছে, দালানকোঠা আছে, চেয়ার-টেবিল আছে, শিক্ষক আছে, কিন্তু শিক্ষার্থী নেই।' ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অচিরেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে এ ধরনের প্রহসনমূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বন্ধ করার পাশাপাশি প্রণীত পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসের দৈর্ঘ্য কমানো উচিত।

প্রভাষক
অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা